দৈনিক বাংলা

এবার তিনগুণ বেশী খাল কাটা হবে

১৯৭৯-৮০ সালে দেশে যে পরিমাণ খাল কাটা হয়েছে ১৯৮০-৮১ সালে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে তার তিন গুণ বেশী কাটা হবে বলে গতকাল সরকারী সূত্র জানান।

কেন্দ্রীয় খাল খনন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সূত্র বাসসকে জানান যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পরিচালিত বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে ২৫০টি পরিকল্পনার মধ্যে ১৯২টি বাস্তবায়িত হয়েছে। সাফল্য অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯০ ভাগ।

সূত্র বলেন যে, ১৯৮০-৮১ সালের কর্মসূচীর অধীনে অনুমোদনের জন্য দেশের ২০টি জেলা হতে মোট এক হাজার দশ মাইল লম্বা খাল কাটার সাড়ে চারশ-এর বেশী পরিকল্পনা পাওয়া গেছে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পাঁচ লাখ একর জমিতে পানি সেচ সম্ভব হবে।

সূত্র বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চান যে আগামী শুষ্ক মওসুমের কর্মসূচীতে বিভিন্ন জেলার ২৪ লাখ একর জমি সেচ কম্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

১৯৭৯-৮০ সালে কাটা মোট প্রায় ৬৫০ মাইল লম্বা খাল বছরে দুবার ধানসহ অন্ততঃ ৩ বার ফসল ফলাতে প্রায় ৭ লাখ একর জমিতে পানি সেচের সহায়ক হবে।

এসব খালের তাৎক্ষণিক সুফল হিসেব চলতি মওসুমে অতিরিক্ত ৬ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা (বিএডিসি) সেচের জন্য সদ্য কাটা খালের পাশে ইতিমধ্যেই প্রায় তিন হাজার পাম্প বসিয়েছে।

সরকার ইতিমধ্যেই কৃষি উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ জোরদার করার বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন.

হাজার হাজার লোক, বিশেষ করে কৃষক ও খাল খনন কর্মসূচীতে সরাসরিভাবে উপকৃত ব্যক্তিরা স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছায় তাদের শ্রম দিতে চেয়েছেন।

সূত্র বলেন যে প্রত্যেক প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ হারে গম ব্যবহারের বিধান থাকলেও প্রায় ২০টি প্রকল্প কেবল স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সমাপ্ত করা হয়েছে।

খাল খনন কর্মসূচী শুষ্ক মওসুমে কর্মহীন শ্রমশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে।

হাজার হাজার লোক, বিশেষ করে কৃষক ও সরাসরিভাবে উপকৃত ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ৭ কোটি ঘনফুটের বেশী মাটি কেটেছে।

তারা ১৯২টি খালের মোট ৭ মাইল কেটেছে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ৭ হাজার একর জমি সেচের আওতায় এনেছে।

১৯৭৯-৮০ সালের প্রারম্ভিক পর্যায়ের ৩১ লাখ একরের তুলনায় ১৯৮৪-৮৫ সালে ৭২ লাখ একর জমি সেচের আওতায় আনা হবে। ১৯৮০-৮১র বিশেষ খাল খনন কর্মসূচীতে ২৪ লাখ একর জমি সেচের আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সূত্র বলেন যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

তিনগুণ খাল

(১ম পৃঃ পর)

রহমানের আহবানে উদ্দীপ্ত জনগণ জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছে।

প্রত্যেক প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ সরকারী ব্যবস্থার অধীনে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুরে খাল খনন কর্মসূচীতে কাজের সুযোগ পাচ্ছে।

বছরে দুবার ধান ছাড়াও গম, জোয়ার, বার্লি, আলু, ডাল, তামাক, তুলা, তেলবীজ ও বিভিন্ন ধরনের সবজিসহ বিপুল পরিমাণ শীতকালীন ফসল উৎপাদন সম্ভব হবে।

সদ্য কাটা খালগুলো গ্রামে জনগণের স্বল্প ব্যয়ে নৌ-পথে চলাচল, পণ্যদ্রব্য আনা নেয়া ও [illegible] করণে সাহায্য করবে।

মুক্তিযোদ্ধা, গ্রামরক্ষী [illegible] সদস্য, আনসার, সরকারী কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, জাতীয় যুব ও [illegible] সংগঠন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্মসূচীকে সফল করতে মাটি কাটার কাজে অংশগ্রহণ করে।

সূত্র বলেন যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ নাগাদ বর্তমানে চাষযোগ্য দু কোটি ৫৫ লাখ একর জমিতে বছরে দু কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ৭২ লাখ একর জমি সেচের আওতায় আনার এবং ৬০ লাখ একর জমি বন্যার কবল থেকে রক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারী খাতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সেচের পানি সরবরাহের জন্য দায়ী। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য দুটো সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী।